

# Gobardanga Hindu College

## Department of History

### 2nd Semester

#### DSC/GE

**প্রশ্ন:- গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা ভারতীয় ইতিহাসে কতটা যুক্তিযুক্ত।**

### **প্রা**চীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির

ইতিহাসে গুপ্ত রাজাদের শাসনকাল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। গ্রিক ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে যেমন পেরিক্লিসের যুগকে সুবর্ণযুগ বলা হয় তেমনই ভারত ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয়। গুপ্ত যুগে ভারত ইতিহাসে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সামগ্রিক উন্নতি দেখা গিয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে বহু ইতিহাসবিদ এই যুগকে সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যুগের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির কারণ সম্পর্কে

ডঃ ভিনসেন্ট স্মিথ -এর মতে, গুপ্ত রাজাদের আমলে সুবর্ণ যুগের উত্থান সম্ভব হয়েছিল বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। কিন্তু এই অভিমত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। বরং বলা যায়, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। গুপ্ত রাজারা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একে একে কুষাণ ও শক রাজ্যগুলি বিলুপ্ত করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপিত হবার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

শু

ধু সাম্রাজ্য বিস্তারই নয়, গুপ্ত রাজারা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে এক সুদক্ষ ও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত যুগে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। দেশে সুশাসন প্রচলিত থাকার ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সহজ হয়েছিল।

গু

প্ত যুগে কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি এবং এ যুগে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি

ঘটেছিল। সেচের জন্য সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করা হয়েছিল। কৃষিকার্যে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সেচব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কৃষি-উৎপাদন বেড়েছিল। বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প, কাষ্ঠশিল্প-সহ বহু শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। কৃষি ও শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গুপ্ত যুগে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ভৃগুকচ্ছ, কল্যাণ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশ, মালয়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, রোম, চিন, পারস্য, আরব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এবং স্থলপথে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক মান যেমন উন্নত হয়েছিল তেমনই এই বাণিজ্য পথ ধরেই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি বিদেশে প্রসার লাভ করেছিল।

**গুপ্ত** যুগে সমাজের উদারতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ হ্রাস পেয়েছিল। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বেশি থাকলেও বর্ণপ্রথা তেমন ভাবে কঠোর ছিল না। সেই সময় উচ্চ ও নীচ বর্ণের মানুষদের মধ্যে মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ রীতি স্মৃতিশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়। গুপ্ত যুগে নারী ও শুদ্রদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। এ যুগে নারীরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত। ফা-হিয়েন বলেছেন যে, একমাত্র চন্ডালরা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। তুলনামূলকভাবে সামাজিক উদারতা বৃদ্ধি সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মান্বলম্বী হলেও তাঁরা

পরধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং শাসনকার্যে পরধর্মে বিশ্বাসী লোকদেরও নিযুক্ত করতেন । যেমন, সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি আম্রকার্দব ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেন ছিলেন বুদ্ধের উপাসক । এ যুগে ধর্ম বিরোধের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না ।

**স**াহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল ।

ড. আর. ত্রিপাঠী এই অগ্রগতিকে প্রাচীন গ্রিসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে এবং ইংল্যান্ডের এলিজাবেথের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন । এ যুগের সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা । সমুদ্রগুপ্তের 'কবিরাজ' উপাধি থেকে তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । তাঁর সভাকবি হরিষেণের কবিপ্রতিভার পরিচয় মেলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে । এ যুগেই বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, যেমন – যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, কাত্যায়ন-স্মৃতি, ব্যাস-স্মৃতি, বৃহস্পতি-স্মৃতি, দেবল-স্মৃতি, নারদ স্মৃতি প্রভৃতি রচিত হয় । কয়েকটি পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এই যুগে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে এক নতুন সাহিত্যের রূপ লাভ করে । যেসব বিখ্যাত পণ্ডিত দার্শনিক ও শাস্ত্রকার এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরকৃষ্ণ, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, গৌড়পাদ, পক্ষিলসামীন, চন্দ্রগোমিন, বৌধায়ন, দিনগাচার্য, ভর্তৃহরি, পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ । বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম, ভারবির কিরাতর্জুনীয়ম, ভড়ির ভড়িকাব্য,

দন্ডীর দশকুমারচরিত, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, অমর সিংহের শব্দকোষ প্রভৃতি গুপ্ত যুগেই রচিত হয়। মহাকবি কালিদাস ছিলেন গুপ্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর রচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম, মালবিকাগ্নিমিত্রম, মেঘদূতম্, ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য ও নাটক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

**গু**প্ত যুগে (১) স্থাপত্য, (২) ভাস্কর্য ও (৩) চিত্রকলার ক্ষেত্রে অদ্বুতপূর্ব উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। আর. ডি. ব্যানার্জির মতে, গুপ্ত যুগে ভারতীয় শিল্পকলা দীর্ঘকালের পরাধীনতামুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এযুগের শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল মথুরা, বারানসী ও পাটলিপুত্র।

**গু**প্ত যুগে পাথর কেটে বিভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু মন্দির তৈরি করা হয়। অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরির গুহামন্দিরগুলি এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই চিত্রগুলি ছিল বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন শ্রেণির নরনারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি সমৃদ্ধ। ইট, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে স্থায়ী মন্দির নির্মাণের রীতি গুপ্ত যুগেই চালু হয়। গুপ্ত যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থাপত্য-নিদর্শন হল — মণিনাগের মন্দির, কোটেশ্বর মন্দির, তিগোয়ার বিষ্ণুমন্দির, ডুমারের শিবমন্দির, কুবীরের পার্বতীমন্দির, দেওগড়ের প্রস্তর নির্মিত দশাবতার মন্দির, সাঁচি ও বুদ্ধগয়ার স্তূপ, ভিতর

গাওয়ের ইষ্টক নির্মিত পিরামিড আকৃতির মন্দির ইত্যাদি ।  
ভিতর গাওয়ের মন্দিরটির দেওয়ালগুলি অলংকার খচিত ও  
পৌরাণিক আখ্যানে খোদিত ।

**গু**প্ত যুগের ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন পৌরাণিক হিন্দু  
দেবদেবীর ও বৌদ্ধধর্মের কাহিনি । সারনাথের বৌদ্ধমূর্তিগুলি  
হল এই সময়কার ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । অমরাবতী ও  
মথুরার ভাস্কর্য-শোভা এ যুগে পরিণত রূপ লাভ করেছিল ।  
সারনাথের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, সাঁচির বোধিসত্ত্ব, মথুরার  
ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বারাণসী ও  
উজ্জয়িনীতে বহু ভাস্কর্য-নিদর্শন রয়েছে । এ যুগের মূর্তিগুলির  
সৌন্দর্য্য ছিল অনুপম । মূর্তিগুলির সাবলীল অঙ্গবিন্যাস ও  
রেখার সুস্পষ্টতা ছিল অপূর্ব এবং তাতে আধ্যাত্মিকতার ছাপ  
ছিল স্পষ্ট । ড. নীহাররঞ্জন রায় ও অধ্যাপক সরসীকুমার  
সরস্বতী বলেছেন যে, গুপ্ত যুগের শিল্পীরা অতীন্দ্রিয় শিল্প তৈরি  
করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে তাঁরা সফল হয়েছিলেন ।

**চি**ত্রকলার ক্ষেত্রও গুপ্ত যুগে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছিল ।  
অজন্তা ও ইলোরার গুহার দেওয়ালে গুপ্ত যুগে আঁকা

চিত্রকলাগুলি আজও দর্শকদের বিস্মিত করে। চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে, যা কিছু মহৎ, যা কিছু ক্ষুদ্র সবই অজন্তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়া, মালবের বাঘ গুহাচিত্রের নিদর্শনগুলিও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'মাতা ও পুত্র', 'বোধিসত্ত্ব' চক্রপাণি', 'হরিণ চতুষ্টয়' প্রভৃতি চিত্রে বাস্তব জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে। ইতিহাসবিদ ডঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ন ঝা মন্তব্য করেছেন যে, অজন্তার শিল্পীগন মানুষ ও পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কনে চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

**বি**জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল।

(১) চিকিৎসাবিদ্যা, (২) ধাতুশিল্প, (৩) গণিত, (৪) জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ড.

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা মনে করেন যে, এই যুগে আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের রচনায় জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান-সংক্রান্ত যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় তা ছিল একান্তই দেশীয় ঐতিহ্যের ফল।

**ধ**নন্তরি ও বাগভট্ট তাঁদের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি

গুপ্ত যুগেই রচনা করেন। কেউ কেউ মনে করেন গুপ্তযুগে বাগভট্ট নামে দু-জন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরা পৃথক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবীন বাগভট্ট অষ্টাঙ্গসংগ্রহ এবং নবীন বাগভট্ট অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা রচনা করেন। পশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থও এই সময় রচিত হয়। হস্ত্যায়ুর্বেদ নামক গ্রন্থটি হাতির চিকিৎসার জন্য এবং অশ্বশাস্ত্র নামে গ্রন্থটি ঘোড়ার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। চিকিৎসক সুশ্রুত-কে কেউ কেউ কুষ্ণা যুগের মানুষ বলে মনে করলেও অনেকে তাঁকে গুপ্ত যুগের মানুষ বলে মনে করেন। তাঁর রচিত সুশ্রুতসংহিতা চিকিৎসাশাস্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

**ধা**তুবিদ্যায় গুপ্ত যুগে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। এ যুগে রচিত অমরকোষ গ্রন্থে খনিজ আকর, কাঁচা ও পাকা সোনা এবং লোহা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে রূপো, তামা, টিন প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর উল্লেখ রয়েছে। এ যুগে নির্মিত দিল্লির নিকটবর্তী মেহেরৌলী গ্রামের লৌহস্তুম্ভটিতে আজও কোনো মরচে পড়েনি। নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি, বিভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি এ যুগের ধাতুশিল্পের অগ্রগতির পরিচয় দেয়।

**গ**ণিতের বিভিন্ন শাখায় গুপ্ত যুগে অভূতপূর্ব চর্চা হয়েছিল।



আর্যভট্ট রচিত 'আর্যভট্টীয়' নামক গ্রন্থে বীজগণিতের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ, বৃত্তের জ্যামিতিক ধর্ম প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার গুপ্ত যুগে ভারতেই প্রচলিত হয়। পিথাগোরাসের 'থিওরেম' এবং ত্রিকোণমিতির 'সাইন', 'কোসাইন' প্রভৃতি গাণিতিক ধারণার সঙ্গেও গুপ্ত যুগে ভারতীয়রা পরিচিত ছিল। দশমিকের ব্যবহার সর্বপ্রথম আর্যভট্ট এই যুগেই শুরু করেন। এ যুগের গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত পাটি গণিত ও বীজ গণিতের বেশ কিছু জটিল সমস্যার সমধান করেন।

**জ্যো**তির্বিদ্যায় গুপ্ত যুগে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

আর্যভট্ট ছিলেন এই যুগেরই অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। তিনি সূর্য-সিদ্ধান্ত, আর্যভট্টীয়ম, 'দশগীতিকা সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং বছরে ৩৬৫ দিন হয়। তিনি আর্হিক গতি ও বার্ষিক গতি এবং সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণও আবিষ্কার করেন। বৃহৎ-সংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের রচয়িতা বরাহমিহির জ্যোতির্বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রহ্মসিদ্ধান্ত-এ পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের ইঙ্গিত দেন।

# মৌ

র্ষযুগে হিন্দুধর্ম কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও গুপ্ত যুগে

হিন্দু ধর্মে নবপ্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। তাই প্রখ্যাত জার্মান ইতিহাসবিদ ও ভারত তাত্ত্বিক ম্যাক্সমুলার গুপ্ত যুগকে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ' বলে চিহ্নিত করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞের গুরুত্ব গুপ্ত যুগে হ্রাস পায়। এ যুগে ভক্তিধর্মের বিকাশ ঘটে এবং মূর্তিপূজা ও তন্ত্রধর্মের প্রচলন হয়। গুপ্ত যুগে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং শিব, বিষ্ণু, গণেশ, কার্তিক, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনা শুরু হয়। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী হলেও তাঁরা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি আম্বকাদব ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেন ছিলেন বুদ্ধের উপাসক।

# বি

ভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উৎকর্ষের

জন্য অনেকে গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে ডি.এন.ঝা, আর.এন.শর্মা, ডি.ডি.কোশাম্বী প্রমুখ এই যুগকে সুবর্ণ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করার বিরোধিতাও করেছেন। তাঁরা এই যুগের বিভিন্ন পশ্চাদগামিতা ও ক্রটি তুলে ধরেছেন। রোমিলা থাপার মনে করেন যে, গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও

সংস্কৃতিতে যা কিছু অগ্রগতি ঘটেছিল তা সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের নিম্নশ্রেণির সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ ছিল না। যুগের শিল্পকলার সঙ্গেও সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না, তা ছিল উচ্চ শ্রেণির মানুষের চর্চার বিষয়। গুপ্ত যুগে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছিল তাতে সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হয়নি। কৃষি-অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল। এই যুগে অনেক প্রাচীন শহর ধ্বংস হয় এবং ভূমিদাস প্রথার উদ্ভবের ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই যুগে নারীদের মর্যাদা হ্রাস পায়। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। নিচেই যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি গুপ্ত যুগে শিল্প ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দুঃখ-দুর্দশায় ভরা। তাই ড. রামশরণ শর্মা বলেছেন যে, সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে এই যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা যায় না। ড. ডি. এন. ঝা -র মত অনুযায়ী গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা আসলে 'অতিকথন'।

# সমাপ্ত